১৩১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...2.7. APR..1995 ... ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১৩...

শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষাখাতে সর্বাধিক ব্যয়বরাদ্দ দান এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করে দেশের শিক্ষা বিস্তারে যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু শিক্ষা সম্প্রসারণ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা যতখানি না উপকৃত হচ্ছে তার চেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ। সরকার শিক্ষকদের বেতনের ৮০% বহন করছে, এটা শিক্ষকদের চেয়ে কর্মকর্তাদের জন্য হয়েছে এক মহানন্দের ব্যাপার। এই লোভে দেশে স্কুল-কলেজ গড়ে উঠছে দেদার। গ্রামে গ্রামে স্কুল, ইউনিয়নে ইউনিয়নে কলেজ খাড়া হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের সময় কলেজে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার এবং স্কুলে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দান করা হচ্ছে।

চাকরিপ্রার্থীরা টাকা দিচ্ছে এই আশায় যে, প্রতিষ্ঠান অনুমোদন পেলে তাদের বেতন দেবেন সরকার। অনুমোদন দানের কর্তাব্যক্তিরাও সুযোগের সদ্ব্যবহার করছেন পুরো মাত্রায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দানের যে সরকারি নীতিমালা রয়েছে যেমন, প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দূরত্ব, বিদ্যার্থী সংখ্যা, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, উপার্জন উৎস, এসব তারা আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করে যত্রতত্র বিদ্যালয়ের অনুমোদন দিচ্ছেন বড়মাপের কাগজের তাড়ার মোহময় আকর্ষণে। ফলে পূর্বে যেখানে একটি বিদ্যালয় কোন প্রকারে চলতো সেখানে গজাচ্ছে দু'তিনটি বিদ্যালয়। বিদ্যার্থীর সংখ্যা বাস্তবে প্রয়োজন হচ্ছে না, কাগজে থাকলেই যথেষ্ট। প্রতিষ্ঠানের বেজায় তদ্বির এবং কর্তাব্যক্তিদের কলমের জোরে সরকারি অনুমোদন লাভ করছে প্রায় বিদ্যার্থীবিহীন অনেক প্রতিষ্ঠান। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। এভাবে অপচয় হচ্ছে সরকারি অর্থ যা দেখবার মতো স্বচ্ছ চোখ কারো আছে বলে মনে হয় না।

শুধু তাই নয়, এই সম্প্রসারণ নীতির সুযোগে দেশের প্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত বেসরকারি অনেক কলেজের অধ্যক্ষরাও টাকা লুটছেন দু'হাতে। তারা হু হু করে খুলে দিচ্ছেন নতুন ডিপার্টমেন্ট, পুরাতন ডিপার্টমেন্টে বিনাপ্রয়োজনে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে বাড়াচ্ছেন শিক্ষক সংখ্যা। নতুন শিক্ষক নিয়োগে যে 'এমবার্গো' ছিল তার কোন কার্যকারিতা এখন আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষক নিয়োগের একটি আবেদনের বিপরীতে আবেদন পড়ছে বিশ/ত্রিশটি। ইন্টারভিউ নামক তামাশা বোর্ডে পরিমাপ করা হচ্ছে, জ্ঞান মেধার নয়, কে কত অর্থ দিতে পারে তার। অনুমোদিত প্রতিষ্ঠিত কলেজে একটি পদে চাকরির সর্বনিম্ন বাজারদর পঞ্চাশ হাজার টাকা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হবে সরকারি অর্থে, বেতনের প্রায় ৯০% প্রদান করবে সরকার আর শিক্ষক নিয়োগ-ছাঁটাইয়ের কর্তৃত্ব থাকবে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কমিটি (অনেক-ক্ষেত্রে ধুরন্ধর প্রতিষ্ঠান প্রধান ও দু'একজন সদস্য)-এর উপর। সরকারের এ উদারতা শিক্ষার বুনিয়াদ হত্যার নামান্তর। অবিলম্বে এই নিয়োগ ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটালে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভরে যাবে মেধাহীন ঘুষদাতা শিক্ষকের দ্বারা। আর নীতিবান মেধাবী প্রার্থীরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বয়ে বেড়াবে বেকারত্বের অভিশাপ।

সরকারের কাছে আমাদের দাবি, অবিলম্বে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ ঘোষণা করে একটি কর্মকমিশনের মাধ্যমে প্রকৃত মেধাবী ও উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথার্থ শূন্য পদে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করে দুর্নীতির হাত থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করুন।

মোঃ আজিজুর রহমান খান
৩৫, হেলাতলা রোড, খুলনা